স্বাধীনতা পদক ও দুতাবাস

কর্ণফুলী রিপোর্ট

গত ২৬শে মার্চ ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশী দুতাবাস অত্যান্ত আড়ম্বরভাবে দেশের ৩৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেন। উক্ত জাতীয় দিবসটির প্রাতকালে মাননিয় রাষ্ট্রদুত জনাব আশ্রাফ-উদ-দৌলা দুতাবাস প্রাঙ্গনে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তলোন করেন। পতাকাত্তোলন পর সপরিবারে উপস্থিত দুতাবাস কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং রাজধানী ক্যানবেরায় বসবাসরত দেশপ্রেমী বাংলাদেশীরা মুক্তিযুদ্বে নিহত সকল বীর সৈনিকদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও দেশের সার্বিক উন্নতি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করেন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশ থেকে সর্বমাননীয় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রি এবং বিদেশ-মন্ত্রির কাছ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাণী এসেছিল। মাননীয় রাষ্ট্রদুত চ্যান্সারী প্রাঙ্গনে স্বাধীনতা দিবসের একটি আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন। তিনি স্বাধীনতা দিবসের মাহাত্ম ও প্রেক্ষাপট নিয়ে অতিব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রদুত ব্যাঃ হারুনুর রশিদ, ডঃ শামসুল খান ও ডঃ আবেদ চৌধুরী সহ আরো বেশ কয়েকজন গুনি বাংলাদেশী ব্যাক্তিত্ব উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন।

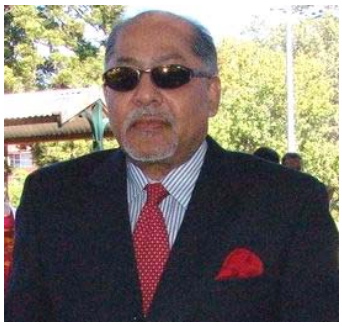

মাননিয় হাই কমিশনার

স্বাধীনতা ও জাতিয় দিবস উপলক্ষে এর পরদিন ২৭শে মার্চ মাননীয় রাষ্ট্রদুত ক্যানবেরার হাইকোর্ট ভবনের 'গ্রেট হল' কক্ষে একটি সম্বধর্না অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিক ও অষ্ট্রেলিয় সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, ব্যাবসায়ী সহ প্রচুর বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। ক্যানবেরাবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যেগে ১৭৫৭ থেকে ১৯৭১ সনের ঘটনাবহুল বঙ্গ-ইতিহাস নিয়ে রচিত একটি গীতি আলখ্য ও নৃত্য উপস্থিত দেশ-বিদেশী অতিথিদের হৃদয় হরন করেছিল। উপস্থিত সকলে বাংলাদেশ দুতাবাসের এরূপ একটি মান-সম্পন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্যে ভুয়সী প্রশংসা করেন। বিদেশী কুটনৈতিক অতিথিরা তাদের উষ্ণ হাতে হাত মিলিয়ে রাষ্ট্রদুত আশ্রাফ-উদ-দৌলা'র সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানের মধ্যমনি ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশন মন্ত্রি শ্রীমতি এমান্ডা ভেন্সটন। তিনি ক্যানবেরায় বসবাসরত দশজন বিশিষ্ঠ বাংলাদেশীকে প্রবাসে বাংলাদেশের মানচিত্রকে উজ্জল করার জন্যে 'প্রশংসা সনদ' অর্পন করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক বিষয় ও জাতীয় দিবসের গুরুত্ব নিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রদুতের উদ্যেগ ও স্থানীয় স্পন্সরদের সহযোগিতায় একটি স্মরণীকা প্রকাশ করা হয়। উক্ত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কর্ণফুলী সহ সিডনী'র প্রতিটি বাংলা মাধ্যমকে তড়িৎ-ডাকে দুতাবাস আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমন্ত্রনের ধরন

নিয়ে সিডনীর বাংলা-মিডিয়া চক্রে কিছুটা অভিমান লক্ষ্য করা গেছে। দু-একজন জানিয়েছেন, দুতাবাস কয়েকজনের ক্ষেত্রে আমন্ত্রন বিষয়ে স্বজনপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি বাংলা-মাধ্যম পরিবারহীন নেমন্তন পেয়েছেন অথচ স্বাধীনতার ফসল-ভোগী একজন খাম্বা-লেখক রাষ্ট্রদুতের 'নেক-নজরে'র কারনে সপরিবারে লিখিত নেমন্তন পেয়েছিলেন। ইজ্জতের বাটখারায় কোন মানদন্ডে কিছু বিতর্কিত ও স্বার্থান্বেষি ব্যাক্তিত রাষ্ট্রদুতের কাছে ওজনি হিসেবে নিরূপিত হয়ে সপরিবারে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তা এখন অষ্ট্রেলিয়ার বৃহত্তর শহর ও বানিজ্য-রাজধানী সিডনী'র বাংলাদেশী সমাজের সকলের কাছে জিজ্ঞাস্য। এ যেন ধবল দুগ্ধ-সাগরে একবিন্দু 'বিষ-ফোটা'। তবে মাননীয় রাষ্ট্রদুত কর্ণফুলী'র প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের জবাবে জানান যে রাষ্ট্রিয় খাতের ধার্যকৃত সিমীত অর্থের কথা বিবেচনা করে তাঁর অফিস আমন্ত্রনের তালিকা সঙ্কুচিত করেছিলেন।

এদিকে সিডনী থেকে প্রকাশিত একটি পারিবারিক ওয়েব-এলবাম 'বধ্যভুমি' দুতাবাসের এ আয়োজনকে সর্বাত্মক চাটুকারীতা আক্ষায়িত করে একহাত দেখিয়েছে। এ ক্ষোভের কারণ হিসেবে সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে 'সাংবাদিকতা'র নামে 'ইজ্জত-হরন' বিষয়ক কয়েকটি পুরানো প্রেস-ক্লিপিং সম্প্রতি কর্ণফুলীতে প্রকাশ হওয়াতে বাংলাদেশ দুতাবাসের সকল কর্মকর্তা ঐ 'দুষ্ট সাংঘাতিক'দ্বয় বিষয়ে এখন বেশ সতর্ক। মুখোশ উম্মোচনোত্তর অষ্ট্রেলিয়ার নবাগত বাংলাদেশীরা সহ ক্যানবেরাস্থ দুতাবাসের সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তারা তাদের চিনে ফেলেছে এবং কোন বিষয়ে এ বাঁদরদ্বয়ের খোঁজ-খবর দুতাবাস এখন করেননা বলে তাদের এ 'লঙ্কাপোড়া' ক্ষোভ। দু'একজন আরেকটু কঠোরভাবে মন্তব্য করে কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন যে আসলে 'যাত্রিপারাপারকারী সাংঘাতিক' শ্রীমান ফাকিদ ঐ প্রশংসা সনদ প্রাপ্তির দুঃস্বপ্ন দেখে খাটিয়া-পতনে আঘাত পেয়ে মূলত দুতাবাসের প্রশংসনীয় কাজে দুর্মুখ হয়েছে। তবে কর্ণফুলী'র সাম্পানের বৈঠাতে সে সহসা ঠান্ডা হয়ে যাবে বলে অনেকে আশা করছেন।

প্রশংসা-সনদ প্রদান ও আরো কয়েকটি গুরুত্বপুর্ন বিষয়ে গেল হপ্তায় কর্ণফুলী সরাসরি দুরালাপনীতে দুতাবাস প্রধান জনাব আশ্রাফ-উদ-দৌলা'র সাথে কথা বলেন। সনদ প্রদানে স্বজনপ্রীতি'র বিষয়টি তিনি যুক্তি ও প্রমান সাপেক্ষে ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন সাড়ে চৌদ্দ কোটি মানবসন্তান অধ্যুষিত ঘনবসতি বঙ্গভুমিতে চালুনি ছাঁকা দিলে দেখা যাবে 'শাখা-প্রশাখায়' জড়ানো স্বর্ণলতার মতো অনেকেই অনেকের আত্মিয়। তবে কে কোনমাত্রায় কার আত্মিয় সেটি অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। দুর্মুখেরা 'ডিগ্রী অব রিলেশনশীপ' শব্দটি আদৌ জানেনা তাই এধরনের কটুক্তি করেছে। আরেক প্রশ্নের জবাবে জনাব দৌলা জানিয়েছেন যে গুনী ও নিবেদিত প্রাণ প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশংসা করার যে প্রচলন তিনি প্রবর্তন করেছেন তাঁর অবর্তমানেও এর ধারাবাহিকতা যেন অব্যহত থাকে তার জন্যে আনুষাঙ্গিক সুপারিশ ও সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ ধারায় প্রতি বছর অষ্ট্রেলিয়ার একেকটি রাজ্য থেকে

দশজন বাংলদেশীকে কঠোর গোপনীয়তায় অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে বেছে নেয়া হবে। আগামী বছর এ তালিকায় সিডনী তথা এন. এস. ডাব্লিউ'তে বসবাসরত বাংলাদেশীদের মাঝ থেকে দশজনকে নিরপেক্ষতার চালুনিতে ছেঁকে প্রশংসার কাতারে আলাদা করা হবে। নানা পেশার যেসকল বাংলাদেশীরা তাদের আচরন ও কাজকর্মে বাংলাদেশের মানচিত্রকে প্রবাসে উজ্জল করছেন শুধুমাত্র তাদেরকেই প্রশংসার নিয়ন-বাতির পাদপটে আনা হবে। শক্ত বুটের চামড়ায় সুঁই ফোটানো একজন প্রবাসী বাংলাদেশী মুচীও যদি তার নিবেদন ও আচরনে প্রবাসে নিখাদ দেশপ্রেম প্রমান করেন তবে তিনিও অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার, জানালেন মাননীয় রাষ্ট্রদুত। তিনি আরো বলেন এ প্রশংসা-সনদ পেতে নোবেল বিজয়ী হওয়ার দরকার নেই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে দৃষ্টি আকর্ষনের জন্যে শ্রীমান ফাকিদ ও তার দোসর শ্রীযুক্ত ছন্ন সিং তাদের ভাঙা শিং দিয়ে দুতাবাসের দেয়ালে নিষ্ফল আঘাত হানার ব্যার্থ চেষ্টা চালিয়েছিল। তারা যে সর্পিল পথ বেছে নিয়েছে তাতে মঞ্জিলে মোকামে পৌঁছা যাবেনা বলে সুশীল বঙ্গসমাজ মনে করেন। কারণ দুতাবাসের কুটকৌশলী কর্মকর্তারা দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো নীতিটি পছন্দ করেন বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। দীর্ঘ লেজ সম্বলিত বানরের মতো 'সাংঘাতিক' শ্রীমান ফাকিদের লম্ফ-ঝম্প আচরনের জন্যে এখন অনেকেই তাকে 'লেজা-ফাকিদ' নামেই চিনতে শুরু করেছে। তার সাথে এখন প্রকাশ্যে যুক্ত হয়েছে সংখ্যলঘু'র ঝান্ডাধারী ও বাংলাদেশের বিষ-সন্তান ছন্নছাড়া শ্রীযুক্ত ছন্ন সিং। দুধ-কলায় পোষ্য গোখরের মতো ছন্ন সিং অবিরত স্বদেশ বিরোধী ইন্ধন যুগিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজকে প্রতিনিয়ত করছে কলুষিত। তবে 'ত্রিরত্ন' (!) বানরত্রয় আসলেই বুঝতে পারছেনা যে ঝুলে থাকা কলার কাঁধি তাদের নাগালের অনেক বাইরে। পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকদের মতে গুনি ও জ্ঞানী মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে ঐ কলা নাগালে পেথে ওরা এখন উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু সীমার অধিক লম্ফতে ইজেরের দড়ি খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে সবাই আশংকা করছেন। নির্বোধ ও দুভার্গা বানরত্রয় তা সহজে বুঝছে না, আর তাই নিশীরাত নিদ্রাহীন অভিশপ্ত খেয়াঘাটের মাঝির মতো ওরা এখনো যাত্রি পারাপারেই নিয়োজিত রয়ে গেল। বিনয়ী বাংলাদেশীরা বলছেন এই 'যাত্রিপারাপারকারী-সাংঘাতিক' তিনজন যাত্রিহীন ফাঁকা সময়ে শহরময় ঘুরে এ ঘাটের সংবাদ ঐঘাটে পার করে অহেতুক আত্মতৃপ্তির দুর্গন্ধময় ঢেকুর তুলে অহরহ প্রবাসী সমাজকে কলুষিত করছে। তাদের পেশাভিত্তিক কষ্ট ও অসহায়ত্ব দেখে বাংলাদেশ দুতাবাসের পক্ষ থেকে ওদের প্রতি সহানুভুতি থাকতে পারে

কলা নয়, শুধু ছোবড়া হাতে মুখপোড়া বাঁদর

কিন্তু ‘চিনি-চম্পা কলা’ কাঁধি থেকে আর ছিঁড়ে পড়বেনা বলে দুতাবাসের একটি বিশ্বস্ত সুত্র কর্ণফুলীকে জানিয়েছে।